বর্তমান সভ্যতা
মানুষের চারিত্রিক অধঃপতন

❑ বিজন রায় ভৌমিক
প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক,

বসন্তদূত কোকিলের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের চেয়ে কাকের কর্কশ কণ্ঠ ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। ঈশ্বরের রুমাল সবুজ শ্যামল ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে মরুর ছাপ লেগেছে। সদা চঞ্চল, প্রাণবন্ত নদী, ধীর, নিথর অচঞ্চল হয়ে উঠেছে।

বসন্ত আর আসে না, কোকিল আর ডাকে না, শরতের পর হেমন্তের আগমন অনিশ্চিত। মানুষের মনেও আর ঋতু পরিবর্তন হয় না। অষ্টাদশ অতিক্রান্ত প্রাণগুলোর সে তেজ আর নেই। শিশুর আত্মা বয়স্ক।

পৃথিবীটা তাহলে কি বুড়ো হয়ে গেছে? শিশুরা আজ খেলার মাঠ থেকে অনেক দুরে। তাদের কুঁজো পিঠে ভারী ব্যাগ। আবার যুবক ছাত্ররা স্কুল থেকে অনেক দুরে চলে যাচ্ছে। টিভির সামনে বসতেই তারা বেশ আগ্রহী। তাদের মধ্যে বেশি করে লোভ, হিংসা, জিঘাংসা- বৃত্তির উদ্ভব ঘটছে।

চতুরাশ্রমের সেই ছন্দ আর নেই। সব ছন্দতেই ব্যাঘাত ঘটেছে। 'অধরা মাধুরী' কে ধরার মত ছন্দের অভাব ঘটেছে। মনুষ্য সমাজ তথা পৃথিবী ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে। এ ঘটনাকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত মৃত্যুহীন প্রাণের মতো ধ্বংসহীন সৃষ্টি অসম্ভব তাই পৃথিবীকেও ধ্বংস হতে হবে। মানব সভ্যতাকেও। জল, মাটি, আকাশ, বাতাস প্রত্যেকেই কেউ এর ব্যতিক্রম নয়। তাই পৃথিবী যেমন সৃষ্টি হয়েছে ধ্বংসের অতল গহ্বরে তাকে চলে যেতেই হবে। তারপর আবার যখন গহ্বর উঠে আসবে, তখন আমরা সবাই পৃথিবীর কত পর হয়ে যাব। সেই বিশ্ব বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মেই পৃথিবী এগোচ্ছে ধ্বংসের দিকে। আর সেই ধ্বংসের আগুনে ঘি ঢেলে দিচ্ছে মানুষ। পৃথিবীর ধ্বংসও তাই আকস্মিক নয়। মানব সভ্যতার ধ্বংসও আকস্মিক নয়। তা পলাশির যুদ্ধের মতই পটভূমিকা পূর্ণ। শিল্প প্রতিষ্ঠা হবে, জনসংখ্যার প্রবল বৃদ্ধি ঘটবে। পরিবেশ দূষণ হবে, পৃথিবী ধবংস হবে, কিন্তু এ যুক্তি তো সকলেরই জানা। দ্বিতীয়ত মানুষের চারিত্রিক অধঃপতন জেনে শুনে বিষ পানের মতো এ অধঃপতন। সজ্ঞানে সাপের বিষে দোষ তো লাগবেই।

ডাক্তাররা জানেন, 'CIGARETE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH', তবুও তাঁরা স্বাস্থ্য হানির আশঙ্কা করেন না। এক বেপরোয়া মনোভাব। আমরা জানি 'গাছ পরম বন্ধু', তবুও জেনে শুনে বন্ধুর গলা টিপে ধরতে আমরা কুণ্ঠিত নই। শিক্ষা মানুষকে নম্র করে বিনয়ী করে।

তাহলে শিক্ষিত বিনয়ী নম্র যুবকরা কেন রক্তের নেশায় মেতে ওঠে? আঠারো বছরের তাজা প্রাণ চাইলে আমূল পরিবর্তন আনতে পারে। কিন্তু পারছে না।

এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হল এখনও যথার্থ শিক্ষা পদ্ধতির অভাব। রবীন্দ্রনাথ কয়েক শতক আগে যে অভিযোগ করেছেন, আজও আমাকে সেই অভিযোগ করতে হচ্ছে। তবে তখন মানব ধ্বংসকারী চোরা স্রোত ছিল না। এখন তা যুক্ত হয়েছে। বিদেশ থেকে অবাধে আসছে অপসংস্কৃতি। এই অপসংস্কৃতি কুরে কুরে খাচ্ছে মানব সভ্যতাকে।

সমস্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে 'মানুষ গড়ো' এটাই আসল কাজ নতুবা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে ধবংসটাকেই সৃষ্টির মূল তত্ত্ব ধরে নিয়ে 'সুন্দর সুশোভিত মনোহরা ধরাকে জরা মৃত্যু ভীষণা ধরা করে তুললে পৃথিবীর বুদ্ধিমান জীব মানুষ হবে সব থেকে নির্বোধ।' নাঃ, সব আলোচনাই ভুল। আসলে পৃথিবীটা সত্যই বুড়ো হয়ে গেছে।

" মানবত্বই শ্রেষ্ঠ দেবতা নয়।
ভগবান মানবত্বের চেয়ে অনেক বেশি কিছু
তবে মানবত্বের মধ্যেও তাঁকে দেখতে হবে,
সেবা করতে হবে। "

— শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়